

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

310680 - আলী (রাঃ) এর দকিহে সম্বন্ধতি মাসয়ালা: আপনাকি মুহাম্মাদরে মাধ্যমতে আপনার প্রভুকু চনিচ্ছেনে? এ মাসয়ালাটি কি সঠিকি?

প্রশ্ন

আলী বনি আবু তালবি (রাঃ) জজিঞসে করছেন যে, “আপনাকি মুহাম্মাদরে মাধ্যমতে আপনার প্রভুকু চনিচ্ছেনে? নাকি আপনার প্রভুর মাধ্যমতে মুহাম্মাদকে চনিচ্ছেনে...?” শীর্ষক হাদিসটি কি সহিহ?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

উত্তরে সারাংশ: আলী (রাঃ) এর দকিহে সম্বন্ধতি এ মাসয়ালাটি “আপনাকি মুহাম্মাদরে মাধ্যমতে আপনার প্রভুকু চনিচ্ছেনে?” এ উক্তটি শিয়াদের কতিবগুলতে বড় একটা কিচ্ছার অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মিথ্যা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমতে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানিকরে ও তাঁদের জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাকি এমন এক সনদ দিয়ে উল্লেখ করে যা মিথ্যাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়রে রাবী থেকে মুক্ত নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: আলী (রাঃ) এর দকিহে সম্বন্ধতি উক্তরি সত্যতা সম্পর্কে মন্তব্য

ইবনুল জাওয়ারি (রহঃ) দ্বয়র্থহীনভাবে উল্লেখ করছেন যে, এ মাসয়ালাটি আলী (রাঃ) এর সাথে সম্বন্ধতি হওয়া মিথ্যা। তিনি তাঁর সনদ উল্লেখ করে বলেন:

মুহাম্মদ বনি আশরাস আস্-সুলামি থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: আমাদরেককে মুহাম্মদ বনি সাঈদ আল-হারাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বলেন: আমাদরেককে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া বনি উবাইদুল্লাহ আত্-তাইমি ও আলী বনি ইব্রাহিম আল-হাশিমি সংবাদ দিয়েছেন ইয়াহইয়া বনি আকীল আল-খুযাই থেকে, তিনি তার পতি থেকে, তিনি আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) থেকে: এক লোক তাঁকে জজিঞসে করল যে, আপনাকি মুহাম্মাদরে মাধ্যমতে আল্লাহকে চনিচ্ছেনে? নাকি আল্লাহর মাধ্যমতে মুহাম্মাদকে চনিচ্ছেনে?

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

তিনি বলেন: যদি আমি মুহাম্মাদকে মাধ্যমে আল্লাহকে চিনিতাম তাহলে মুহাম্মাদ আল্লাহর চয়ে অধিকতর আস্থাভাজন হত। আর যদি আল্লাহর মাধ্যমে মুহাম্মাদকে চিনিতাম তাহলে আমার আল্লাহর রাসূলরে প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, আল্লাহ নজিহে আমাকে চিনিয়েছেন; কোন আকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে, যাইভাবে তিনি চিয়েছেন সেইভাবে। তিনি মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন কুরআন ও ঈমান পৌঁছে দেয়ার জন্য, হুজ্জত প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মানুষকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তাতে আমি বিশ্বাস করছি। কেননা তিনি তাঁর প্রভুর নরিদশেরে বপিরিত কিছু নিয়ে আসেননি এবং পূর্ববর্তী রাসূলদেরে বরিোধিতা করেন না। তিনি সঠিক পথনরিদশেনা, প্রতিষ্ঠিত নিয়ে এবং পূর্ববর্তীদেরে সত্যায়ন নিয়ে এসেছেন।”

ইবনুল জাওয়বি বলেন: “এটি আলী আলাইহিস সালামের নামে একটি বানয়োটি হাদিস। তাঁর মর্যাদা এমন কথা বলা থেকে উর্ধ্ব। এ হাদিসটির চিনার জন্য অভিযুক্ত রাবী হচ্ছে মুহাম্মদ বনি সাঈদ। তিনি ইসমাঈল থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আদী বলেন: ইসমাঈল নরিভরযোগ্য রাবীদের থেকে বাতলি কথাবার্তা বর্ণনা করেন। আর বর্ণনাকারী হাশমীর পরিচয় অজ্ঞাত।” [আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়া ফলি আহাদছিলি ওয়াহিয়া (২/৯৪২) থেকে সমাপ্ত]

যাহাবী (রহঃ) বলেন: “এ কথা যে ব্যক্তি রচনা করেছে আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন। এর সনদে রয়েছে: মুহাম্মদ বনি আশরাস আস-সুলামী, সে একজন মথিযাবাদী। সে বর্ণনা করেছে মুহাম্মদ বনি সাঈদ থেকে, সে ইসমাঈল বনি ইয়াহইয়া থেকে; সেই-ই হচ্ছে অভিযুক্ত।” [তালখসি কতিবলি ইলাল আল-মুতানাহিয়া (পৃষ্ঠা-৩৭০) থেকে সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলেন:

আলী (রাঃ) এর উক্তি যখন তাকে বলা হল: “আপনি মুহাম্মাদকে মাধ্যমে আল্লাহকে চিনিয়েছেন? নাকি আল্লাহর মাধ্যমে মুহাম্মাদকে চিনিয়েছেন?” তিনি বললেন: আমার আল্লাহর রাসূলরে প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু, আল্লাহ নজিহে আমাকে চিনিয়েছেন; কোন আকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে, যাইভাবে তিনি চিয়েছেন সেইভাবে। তিনি মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন কুরআন ও ঈমান পৌঁছে দেয়ার জন্য....”

এটি আল-জুযুবানী তাঁর ‘আল-ওয়াহআত’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওয়বি বলেছেন: “এটি আলী (রাঃ) এর নামে বানয়োটি একটি হাদিস...” [আল-ফাওয়ায়েদ আল-মাজমুআ (পৃষ্ঠা-৪৫৫) থেকে সমাপ্ত]

এ উক্তিটি শিয়াদের কতিবগুলোতে বড় একটি ঘটনার অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। এ ঘটনাটি মথিযা হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। এর মাধ্যমে তারা আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর মর্যাদা হানি করে ও তাঁদের জ্ঞানকে খাটো করে। তারা এ ঘটনাকি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এমন এক সনদ দিয়ে উল্লেখ করে যা মথিযাবাদী ও অজ্ঞাত পরচিয়রে রাবী থেকে মুক্ত নয়। যমেনটি উদ্ধৃত হয়েছে শিয়া ইবনে বাবাওয়াইহ আল-ক্বুমরি লিখিত 'আত-তাওহীদ' নামক কতিবতে (পৃষ্ঠা-২১০) ও অন্যান্য কতিবতে।

দুই: এই কথাটির অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য

সম ধরণে বক্তব্য কিছু আলমেরে গ্রন্থে পূর্ববর্তী ব্যক্তদিরে দিকে সম্বন্ধতি করে উল্লেখ করা হয়েছে; তবে সুনরিদ্ষিট করা হয়নি উক্তটি কার।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

তিনি (আব্দুল ওয়াহাব বনি আবুল ফারাজ আল-মাকদসি) বলেন: “একদল সলফে সালহীন থেকে তা বর্ণতি আছে। তাদের কাউকে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: আপনি কি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিচ্ছেন? নাকি আল্লাহকে তাঁর মাধ্যমে চনিচ্ছেন? তিনি বলেন: আমি আল্লাহকে তাঁর মাধ্যমে চনিচ্ছেি এবং মুহাম্মাদকে আল্লাহর মাধ্যমে চনিচ্ছেি। যদি আমি মুহাম্মাদরে মাধ্যমে আল্লাহকে চনিতাম; তাহলে অনুগ্রহ আল্লাহর বদলে মুহাম্মাদরে জন্য হত।” [দারউ তাআরুযুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৫)]

তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হল: একজন মুমনি আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকি ও হদিয়াতপ্রাপ্ত হয়ে চনিতপে পরেছে। নিজরে বুদ্ধি দিয়ে কথিবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সটো অনুধাবন করার মাধ্যমে নয়। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর তোমরা জনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়ছেন। তিনি যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মনে নতিনে, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পততি হত। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রয়ি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভতি করছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নয়োমত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ, প্রজ্ঞঃময়।” [সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭-৮]

তিনি আরও বলেন: “আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যকে ব্যক্তকি তার হদোয়াত দতিম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য নশিচয়ই আমি জনি ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নামকে পূরণ করব।” [সূরা আস-সাজদা, আয়াত: ১৩]

কিন্তু একই সময়ে তারা এটাও অস্বীকার করেন না যে, আল্লাহ তাআলা এ হদিয়াত লাভরে জন্য কিছু উপকরণ নরিধারণ করে রেখেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে রাসূলগণের দাওয়াত ও তাদের শকিষাদান।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“আহলুস সুন্নাহর আলমেদরে মধ্যযে যারা দলিল পশে করছেন যে, বান্দা আল্লাহকে চেনে ও আল্লাহর প্রতিঈমান আনা আল্লাহর অনুগ্রহ, রহমতে ও তাঁর পরচিয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে হাছিল হয় কথিবা এ জাতীয় অন্য কোন ভাষায়— তাদরে বক্তব্যরে মধ্যযে এ সকল তাকদীর অস্বীকারকারীদরে বক্তব্যকে বাতলি সাব্যস্তকরণ অন্তর্ভুক্ত এটা সঠিকি। তবে এ বাতলি সাব্যস্তকরণ এমন কছি দাবী করছে না যে, বিবিকে ব্যবহাররে মাধ্যমে জ্ঞেগন অর্জতি হয় না এবং এমন কছিও দাবী করছে না যে, রাসূলেরে শিক্ষাদান, আলমেদরে শিক্ষাদান, ঈমানদারদরে শিক্ষাদান, তাদরে দাওয়াত, আলোচনা ও দলিল প্রদানরে মাধ্যমে জ্ঞেগন অর্জতি হয় না।

বরং এটা সুবাদতি যে, বান্দার অন্তরে জ্ঞেগন হাছিল হয় কখনও মানুষরে কাছ থেকে যে আলোচনা ও শিক্ষাদান শুনতে থাকে এর মাধ্যমে; সটো কোন বুদ্ধবিত্তকি প্রমাণরে নরিদশেনা হোক কথিবা সংঘটিতি কোন বাস্তবতার সংবাদ হোক।

আবার কখনও অন্তরে চিন্তা-ভাবনা, তুলনা ও প্রমাণ উপস্থাপন সংঘটনরে মাধ্যমে হাছিল হয়।

আবার কখনও অর্জন ও প্রমাণ উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছিল হয়। আবার কখনও অন্তরে অর্জন করা ছাড়া আল্লাহ অর্জন করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে হাছিল হয়। আর সটো হচ্ছে আল্লাহ মুমনিদরে অন্তরে যে ঈমান লখি দনে— সটো বান্দার পক্ষ থেকে কোন হতের মাধ্যমে হাছিল হোক, যমেন- চিন্তা-ভাবনা, দলিল উপস্থাপন কথিবা অপররে পক্ষ থেকে কোন হতের মাধ্যমে হোক কথিবা কোন হতে ছাড়া হাছিল হোক। এই হতে কথিবা পূর্বকোক্ত হতে যটোই হোক না কনে সটো আল্লাহর কাযা (নয়িতা) ও তাকদীর (নরিধারণ)-এর মাধ্যমে অর্জতি হয়। আর এটাই হচ্ছে বান্দার উপরে আল্লাহর নয়োমত। কনেনা আল্লাহ বান্দার প্রতি হতে ও ফলাফলরে নয়োমত দান করছেন। এ কারণে যে ব্যক্তি ধারণা করছে যে, জ্ঞেগন ও ঈমান নছিক তার বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও দলিল উপস্থাপনরে মাধ্যমে হাছিল হয়ছে; যমেনটা বলে থাকে তাকদীর অস্বীকারকারীগণ; সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। আহলে সুন্নাহর এ সকল আলমে এটাই বাতলি বলছেন।”[দারউ তাআরুযুল আকল ওয়াল নাকল (৯/২৮) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।